বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
টরন্টো, কানাডা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

০৮ আগস্ট ২০২৩,

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল,টরন্টোতে যথাযোগ্য মর্যাদায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি,জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্ম বার্ষিকী পালন করা হয়। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ কনস্যুলেট প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান সূচিতে ছিল মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বানী পাঠ, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, ভিডিও তথ্যচিত্র ও বক্তব্য উপস্থাপন এবং বিশেষ মোনাজাত।অনুষ্ঠানে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত বক্তাগণ তাদের আলোচনায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য্য এবং বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সেই কঠিন দিনগুলোতে দেশ ও জাতি গঠনে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। বঙ্গমাতার জন্ম বার্ষিকী উদযাপনে এবারের প্রতিপাদ্য 'সংগ্রাম-স্বাধীনতা প্রেরণায় বঙ্গমাতা'-র উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

কনসাল জেনারেল জনাব মোঃ লুৎফর রহমান তাঁর বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন,একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে বঙ্গমাতা যেমন দেশ ও জাতি গঠনে অসামান্য অবদান রেখেছেন তেমনি মুক্তিযুদ্ধকালে গৃহবন্দী অবস্থায় হিমালয়ের মত অবিচল থেকে সীমাহীন ধৈর্য্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন।অত্যন্ত বিনয়ী,ভদ্র ও নিরহংকারী বঙ্গমাতা ক্ষমতার শিখরে থেকেও সাধারন জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন।বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে তিনি অনন্য ভূমিকা রেখে গেছেন।১৫ই আগস্টের কালরাত্রিতে স্বাধীনতা বিরোধীরা বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁকেও নির্মমভাবে হত্যা করে।কিন্তু তাঁর আদর্শ ও দিকনির্দেশনা যুগে যুগে আমাদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে আছে এবং ভবিষ্যতেও অনুপ্রেরনার উৎস হয়ে থাকবে।

সবশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ তাঁদের পরিবারের সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

Consulate General of Bangladesh
Toronto

"সংগ্রাম-স্বাধীনতা
প্রেরণায় বঙ্গমাতা"
বিনম্র শ্রদ্ধা

"সংগ্রাম-স্বাধীনতা
প্রেরণায় বঙ্গমাতা"
বিনম্র শ্রদ্ধা